০১-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা বাবাকে দেখো আর বাবাকেই স্মরণ করো , এই শরীরকে দেখেও দেখো না "

প্রশ্ন - এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে তোমরা বাচ্চারা কোন ডাইরেকশান (নির্দেশ) পেয়েছ?

উত্তর - মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরোনো দুনিয়া যার মধ্যে তোমরা থাকো , সেটা এবার কবরস্থান (শ্মশান) হওয়ার মুখে, যেখানে রাবণের রাজত্ব চলছে , এইসবে আর মন (দিল) লাগিও না । এখানে থেকে বুদ্ধির আসক্তি নতুন দুনিয়ার দিকে যাওয়া দরকার । যদিও বা তোমরা গৃহস্থে থাকো, কিন্তু পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকো , সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে চলো । বুদ্ধির যোগ শুধু একমাত্র বাবার সাথে থাকুক । জ্ঞান যোগে মজবুত তৈরী হও । কোনোও পরিস্থিতিতে যেন খুশীর পারা কম না হয় । ধৈর্য (ধীরজ) রেখে কর্ম বন্ধনকে কাটতে থাকো ।

*গীত -: ধীরজ(ধৈর্য) ধর মনুয়া .....
ধৈর্য ধর ওরে মন..... *

ওম্ শান্তি । মানুষদের ধৈর্য ধরতে তখন বলা হয় , যখন তারা দুঃখিত আর অসুস্থ হয় । এখানে তোমরা তো মানুষের মতে চলছো না, তোমরা চলছো ঈশ্বরীয় মতে, তাও আবার সবাই চলে না । ঈশ্বর, যাঁকে সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক, সদ্গুরু বলা হয় , -- ওঁনার মত তো সর্বশ্রেষ্ঠ হয় । ভগবানই শ্রীমত দিয়েছিলেন । মানব থেকে দেবতা হওয়ার অথবা দৈবীয় দুনিয়ার মালিক হওয়ার । এতো উচ্চ মত আর কেউই দিতে পারে না , কারণ মানুষ মাত্রই হলো পতিত আর ভ্রষ্টাচারী, সেক্ষেত্রে তারাও সেরকম মতই দিয়ে থাকে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের শিববাবা মত দিচ্ছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার উচ্চ মত হয় । ওঁনাকে তো কেউ ভ্রষ্টাচারী পতিত বলতে পারবে না । পতিতরাই নিরাকার বাবাকে ডাকে -- এইসব কথা সাকারের নয় , এইজন্য বলা হয় মানুষের মত শুনো না । হিয়র নো ইভিল, সী নো ইভিল খারাপ জিনিস শুনো না আর দেখো না) । যদিও এই চোখ মানুষদের দেখে কিন্তু তোমরা তো তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, সেই নেত্র দ্বারা বাবাকে দেখো আর বাবাকেই স্মরণ করো । দ্বিতীয় আর কেউ নেই, যাদের তৃতীয় নেত্র হয় আর যার দ্বারা তারা বাবাকে দেখতে পায় । তোমরা বোঝো বাবাকে দেখতে যাবো, বুদ্ধিতে থাকে যে ইনি তো হন আত্মা (পরমাত্মা) , তাই না! তোমরা তো আত্মাকে দেখো , জীবাত্মা বলা দরকার । শুধু বোন বললে আত্মাকে ভুলে যাওয়া হয় । এখানে বোঝানো হয় যে তোমরা এই শরীরকে ভুলে নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । দিব্য চক্ষু দ্বারা ওঁনাকে (বাবাকে) দেখো । তোমরা আত্মারা তো এবার দিনের আলো দেখতে পেয়েছো ..... যে আমাদের বাবা কে ! কোথায় থাকেন! ওঁনার থেকে আমরা কি পেয়ে থাকি ! তোমাদের মতন দুনিয়ায় আর কেউই নেই, যারা বাবার কাছ থেকে অধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে । যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাচ্চা তৈরী না হয় , ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাবার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে পারে না । বাবার তো বর্সা হয় অসীম (অগুনতি,count less) । সূর্যবংশী রাজারানী হওয়া তো উচ্চ থেকে উচ্চ হয় । যদিও ওকালতি পাস করা হয় ,তবুও তার মধ্যেও নম্বর ভিত্তিক হয় । কেউ তো অনেক কামাই করে আবার কেউ অনেক মুশকিলে নিজের পেট ভরতে পারে । এবার

তোমরা জানো আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে রাজাই (অধিকার) প্রাপ্ত করছি । কখনও কেউ মানুষদের বলতে পারে না যে ইনি সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক বা সদ্গুরু অথবা সবাই গুরু । সত্য সদ্গুরু হলেন একজনই । বাকী সবাই হয় মিথ্যা বলার নিমিত্ত । তারা সত্যিকারের সদ্গতি কাউকেই দিতে পারে না । সদ্গুরুর মহিমা , আমরা তোমরা কেউই জানতাম না । কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না যে তিনি সত্য বাবা সত্য শিক্ষক আর সদ্গুরু কিভাবে হন? ওঁনাকে তো সর্বব্যাপী বলেই কথা শেষ করে দেওয়া হয় । তারা পরমাত্মাকে আলাদা করে বোঝে না যে তিনি হলেন বাবা আর আমরা হলাম ওঁনার বাচ্চারা । বলা হয় সব বাবাই নাকি বাবা হয় , এর থেকেও নীচে পাথরেও পরমাত্মাকে ঠুকে দেওয়া হয়েছে । বাবা বোঝান এরকম হয় না । তোমাদের বাচ্চাদের এখন নিশ্চয় হয়েছে যে বরাবর বাবা হলেন সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক আর সদ্গুরু । ওঁনাকে কেউই জানে না, জানলে ঠিকই যেতো । কারোর যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে তো তাদের নাম, রূপ, দেশ কাল সব জানা যেতে পারে । নইলে গিয়ে লাভ কি আছে ! মানুষরা সবাই দুঃখী এইকারণে শান্তি চাইছে । তারা এটা জানেই না যে আমরা হলাম সবাই শান্তিধামের নিবাসী । সেখান থেকেই আমরা এসেছি । আমাদের আত্মাদের স্বধর্ম হলো শান্তি । বাবা গুরুদের বিষয়ে বোঝান যে, তারা কাউকেই সদ্গতি দিতে পারে না । তারা ভয় দেখায় আর বলে গুরুর নিন্দুকদের দাঁড়াবার জায়গা হয় না । বাস্তবে এইসব কথা হয় বেহদের বাবার জন্য যে যদি তোমরা আমার নিন্দা করাবে তাহলে সত্যযুগে উচ্চ জায়গা পাওয়া যাবে না । সন্ন্যাসীরা তো এইসব কথা বলতে পারে না যে তোমরা আমাদের নিন্দা করলে দাঁড়াবার জায়গা পাবে না । কোন জায়গা? জায়গার সম্বন্ধে তো তারা কিছুই জানে না । সাধনা করতে থাকে কিন্তু সাধনা করলে তো সদ্গতি পাওয়া যায় না । সেইজন্যই বাবা এসে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন । তোমরা জানো বরাবর চুরাশি জন্মের চক্র লাগানো হয়েছে, আমরা এখন অনেক দুঃখী । যতক্ষণ সুখধামের সাক্ষাৎকার হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুঃখধামকে কিভাবে বুঝতে পারবো! এখন তোমরা জানো এটা হলো দুঃখধাম -- অল্পকালের সুখ! এই অল্পকালের রাজত্বে কত খুশী, তারা বোঝে গান্ধী রাম রাজ্যের স্থাপনা করে গেছেন কিন্তু না , এটা তো আরো বেশি ঘোর রাবণের রাজ্য হয়ে গেছে । সবাই বলে পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়েছে, কিছুদিন আগে শুধু পতিত ছিল এখন তো ভ্রষ্টাচারীও বলা হচ্ছে । এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । কত ঘুষখোর হয়েছে! বাবা এসে পুরো দুনিয়ার মানুষ মাত্রকে বলছেন, এবার ধৈর্য ধরো । কিন্তু তারা শুনছে না । তবে পরে সবাই জানতে পারবে । প্রদর্শনীতেও এইসবই দেখানো হয় যে কেমন করে দুঃখের দুনিয়াকে সরিয়ে সুখের দুনিয়া তৈরী করা হচ্ছে । শেষে তো সবাই জানতে পারবে ,তাই না! একদিকে মায়া সবার গলা টিপে শ্বাসরোধ করছে , আরেকদিকে বাবা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন । এবার তো ঢের মানুষদের জাগাতে হবে অর্থাৎ আওয়াজ পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে । যত যত মহিমা বেরোবে তখনই তো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে । তারপরই তো সবাই আসবে । এখন এই পরিশ্রম বাকী আছে । ধর্ম অথবা মঠ ইত্যাদি স্থাপন করা তো অনেকই সহজ । বৌদ্ধ ধর্মের এক বক্তৃতায় ষাট-সত্তর হাজার বৌদ্ধী তৈরী হয়ে গেছে । এখানে তো পরিশ্রম আছে । মায়া খুব ভালো ভাবেই সামনে আসে । ওখানে তো মায়ার জালে ফেঁসে যুদ্ধের কোনো কথাই নেই । এখানে মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে পরিশ্রম আছে । মুখ্য কথা হলো পবিত্রতার আর কোনো জায়গায় পবিত্রতার কথা ওঠে না । আর যেটা দেখা যায় ,সেটা তো ঘর থেকে বৈরাগ্য আসে , অথবা চুরি বা পাপ করে সন্ন্যাস ধারন করে, এইজন্য চোরদের ধরবার জন্য গভর্নমেন্টকেও সন্ন্যাসী, সি.আই.ডি ইত্যাদি রাখতে হয় । দালালদের রূপে, ব্যবসায়ীর রূপেও সি. আই. ডি. থাকে । পুলিশের গুপ্ত ভাবে অনেক কাজ চলে । বন্ধুত্বের বাহানায় তারা সোনার ব্যবসায়ীদের সাথে

মিলিত হয় আর সবকিছু জেনে নেয় । পেশায় থাকে যারা, তারা নিজেদের কাজকর্মের সাথে গুপ্তচর বৃত্তিও করতে থাকে । দুনিয়া এখন অনেক সংকটের মুখে আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে অনেক ভাগ্যবান, যারা এসবের সংকট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছো । দুনিয়ার সামনে এখন সংকটই সংকট আছে । তোমাদের জন্য অনেক প্রাপ্তি রয়েছে । তারা তো দুঃখী হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে আর তোমরা এই শরীরের খোলসটাকে ত্যাগ করার জন্য বসে আছো । কখন এই পুরোনো শরীর শেষ হবে আর আমরা বাবার কাছে যাবো । বাবার সাথে আর নতুন দুনিয়ার দিকে যখন মন লেগেছে, তখন আর পুরোনো দুনিয়া কোন কাজের! এটা তো একটা পুরোনো কাপড় (বস্ত্র) । এর থেকেই বৈরাগ্য এসে যায় । সন্ন্যাসীরদের বৈরাগ্য আসে ঘরবাড় থেকে, স্ত্রীকে নাগিন (সাঁপ) চিন্তা করে । তোমাদের হলো সত্যিকারের বৈরাগ্য । বলাও হয় -- জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । পুরোনো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য হওয়ার জন্যই জ্ঞান পাওয়া যায় । দুনিয়া এখন কবরস্থান (শ্মশান) হওয়ার মুখে । এটা তো হলো লৌকিকের সন্ন্যাস, তারা তো এইসব জানে না যে পুরোনো দুনিয়া এবার শেষ হওয়ার মুখে । তারা (সন্ন্যাসীরা) বলে আমরা ঘরে একসাথে থাকতে পারবো না, ঘর থেকে তাদের বৈরাগ্য আসে আর তারা জঙ্গলে চলে যায় । তোমাদের হলো এটা বেহদের বৈরাগ্য কিন্তু এইসব কেউই জানে না । তোমরা বলবে আমাদের পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এসেছে, রাবণ রাজত্ব হলো এটা । এমন কারা মুর্খ হবে যারা পুরোনো দুনিয়ার সাথে মন লাগিয়ে থাকবে । যতক্ষণে পুরো তৈরী আর সত্যযুগ আসার সময় আসছে , ততক্ষণে তো লড়াইও লেগে যাবে । অনেকে লেখে যে, ঘরে বসে থাকলে কনফিউজড হয়ে যাই যে কি করবো! মমত্ব যদি না রাখা হয় তাহলে সামলানো কি করে হবে ! বাবা বলেন বাচ্চারা থাকতে তো এখানেই হবে ! কিন্তু বুদ্ধির আসক্তি এবার নতুন দুনিয়ার দিকে যাওয়া দরকার । সত্য ভালোবাসা এবার ওদিকে যাওয়া দরকার । এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য আর দেহ থেকেও বৈরাগ্য, তাহলে এখানে আর কি বাকী রইল । অনেকে জিজ্ঞেস করে -- বাবা তুমি বলো দুদিকেই সম্বন্ধ সম্পন্ন করতে হবে । সেটা তো অবশ্যই করতে হবে । যদি সম্বন্ধ সম্পন্ন করবে না তাহলে তো সন্ন্যাসীদের মতো হয়ে যাবে । গৃহস্থে থেকেও পবিত্র থাকো । দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো , তাহলে বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে লেগে থাকবে । আমি হলাম আত্মা, বাবার কাছে যেতে হবে । বাবা বলেন গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র তৈরী হও । জ্ঞান আর যোগ না হলে কিন্তু ঝুলে পড়বে । প্রত্যেকেরই জন্ম কুণ্ডলী আলাদা আলাদা হয় , সেরকম প্রত্যেকেরই যুক্তিও আলাদা আলাদা পাওয়া যায় । কোনোও কষ্ট থাকলে জিজ্ঞেস করো । কোনোও পরিস্থিতিতে খুশীর পারা উচ্চ থাকা দরকার । আমরা এখন যাবো , আবার নতুন রাজধানীতে আসবো । এবার সময় খুবই অল্প আছে। পার্ট প্লে করতে হবে । মমত্ব (মায়া , মমতা) কাটাতে হবে । প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন আলাদা আলাদা হচ্ছে । (কর্মভোগ) কারোর হাল্কা আবার কারোর একটু বেশি থাকে । বাবার থেকে যুক্তি নিয়ে ধৈর্য্যতার সাথে কর্মবন্ধনকে কেটে আগে বাড়তে হবে । এতে গুপ্ত পরিশ্রম আছে । বুদ্ধিকে যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার পরিশ্রম । মুহূর্তে মুহূর্তে বুদ্ধির যোগ ভেঙে যায় । এবার পরিপক্ক হতে হবে, তাহলে কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে । এখন তো অনেক প্রকারের বিকল্পেরই ঝড় বা তুফান ওঠা শুরু হয়েছে । একদম ঘুমই উড়িয়ে দেয় । বিকল্পকেই ঝড় বলা হয় আর সৎসঙ্গে এসব কোনো কথা হয় না । সেখানে তো হয় কনরস (কর্ণসুখ) কিন্তু লাভ কিছুই নেই । এখানে তো উপার্জনের জন্য পড়াশোনা আছে । পড়াশোনাকে কনরস বলা হবে না । সেকারণে বাবা বোঝাচ্ছেন এটা হলো অন্তিম জন্ম , পুরোনো দুনিয়া শেষ হওয়ার মুখে! কেন না আমরা শ্রীমতে চলে উচ্চ পদ পাওয়ার চেষ্টা করি! যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানে বুদ্ধিমান হচ্ছ, ততদিন শরীর

নির্বাহের জন্য অর্থ কর্ম তো করতে হবে । তারপর এই ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে যেতে হবে । পুরানো দুনিয়াকে উদ্ধার করতে হবে । তোমরা হলে মুক্তিসেনা দল (সেলভেশন আর্মী) । নরক যন্ত্রণা থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার পথে নিমিত্ত মাত্র । ঐ মুক্তিসেনারা এটা জানেই না যে বিশ্বের ভেলা ডুবে আছে । সবাই রাবণের শিঁকলের ভেতরে ফেঁসে আছে । পুরো বিশ্বকে এবার মুক্ত করতে হবে । এইসবে তো বাবার মদদ (সাহায্য) অবশ্যই দরকার, তাইনা! তোমরা হলে রুহানী মুক্তিসেনার দল (সেলভেশন আর্মী) । মানুষ মাত্রকে রাবণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে । এতটা নেশা থাকা দরকার । এমনি তো জিস্মানী (শারীরিক) সোশ্যাল ওয়ার্কার ঢের আছে । তোমরা হলে কত অল্প । এখানে তো অসংখ্য মানুষ, কিন্তু সত্যযুগে মানুষ হয় অনেক অল্প । তোমরা বাচ্চারাই রুহানী বাবার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । এই কড়ির মত অন্তিম জন্মকে হীরের মত তৈরী করতে হবে । এক আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ করতে হবে । বাবাই এক ধর্মের স্থাপনা করেন আর করান । স্যাপলিং বা চারা লাগাতে বাহবা স্থাপনা করতে অনেক পরিশ্রম লাগে । যতক্ষণ কাউকে বাবার মত তৈরী করতে না পারবে ততক্ষণ খুশীর পারা বাড়বে না । খুশীর পারা তখন বাড়বে , যখন তোমরা দান করবে । যাদের কাছে ধন থাকে আর দান করে না , তাদের হতভাগা (মনহুস) বলা হয় । তবে এখানে এসব কিছু নেই । যাদের কাছে থাকে , তারা দিতে থাকে । নইলে বুঝতে হবে যে এদের কাছে ধন নেই । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার --:

১) ঈশ্বরীয় মুক্তিসেনা দল হয়ে ডুবন্ত বিশ্বের ভেলাকে (বেড়া, float) পার লাগাতে হবে । কড়িতুল্য মানুষের জীবনকে হীরের মত তৈরী করতে হবে । জ্ঞান ধন দান করতে কার্পণ্য করা চলবে না ।

২) নিজেদের মনকে বাবা আর নতুন দুনিয়ায় লাগাতে হবে । এই পুরোনো শরীরে থেকে বেহদের বৈরাগী হতে হবে ।

বরদান --: পূর্বজের স্মৃতি দ্বারা সকলের পালনা করতে শুভ বৃত্তি বা মনসা শক্তি সম্পন্ন ভব!

কোনোও ধর্মের আত্মাদের দেখার বা মিলিত হওয়ার সময় যেন এই স্মৃতি থাকে যে এরা সব আত্মারা আমাদের গ্রেট -গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বংশাবলী । আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলাম পূর্বজ আর পূর্বজরা সবার পালনা করে । তোমাদের অলৌকিক পালনার স্বরূপ হলো বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সব শক্তি দিয়ে অন্য আত্মাদের ভরা অর্থাৎ শক্তিশালী তৈরী করা । যে আত্মাদের যা-যা শক্তির প্রয়োজন, তাই দিয়ে তাদের পালনা করতে হবে । এর জন্য নিজেদের বৃত্তি অনেক শুদ্ধ আর মনসা শক্তি সম্পন্ন হওয়া দরকার ।

স্লোগান -: যাদের কাছে জ্ঞানের অবিনাশী ধন আছে -- তারাই হল দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সম্পত্তিবান ।